৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম এর উদ্যোগে ৮ মার্চ '১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি রওশন আরা রুশো এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শম্পা বসু। সভায় বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী সামসুন্নাহার জ্যোৎস্না, জেসমিন আক্তার, রুখসানা আফরোজ আশা, নবীনা আক্তার, কিশোয়ারা ওয়াসেকা এথেনা ও নাজমুন নাহার আঁখি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের চেতনার মূলে ছিল নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ-বৈষম্যহীন সাম্য সমাজ গড়ার আহ্বান। নারী দিবস ঘোষণার ১০৭ বছর পর ও মুক্তিযুদ্ধের ৪৭ বছর পরেও আমাদের দেশের নারীরা সামাজিক-পারিবারিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রে সম-অধিকার থেকে বঞ্চিত। এখনও সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়নি। কোন সরকারই সিডও সনদের দুটি ধারা থেকে আপত্তি তুলে নেয়নি। 'সমকাজে সমমজুরি' আইনে থাকলেও প্রায় অধিকাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের (নির্মাণ কাজ, চাতাল, খেতমজুর ইত্যাদি) নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন নেই। অন্যদিকে প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে নারীনির্যাতন, নির্যাতনের ধরন এবং নির্যাতিতের সংখ্যা। গত বছর জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী নারী নির্যাতনের দিক থেকে বিশ্বে ১৭৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪র্থ। সম্প্রতি প্রকাশিত ইউনিসেফের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে বাল্য বিবাহের হার ১০০ জনে ৫৯ জন। শতাংশের হারে বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশ ৪র্থ। ব্রাকের গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের গণপরিবহনে ৯৪ শতাংশ নারী যৌন নিপীড়নের শিকার হন এবং বিবাহিত নারীদের ৮২ শতাংশই শারীরিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হন। আর নির্যাতিত নারী-শিশুরা বিচারও পান না। নারী-শিশু নির্যাতন-ধর্ষণ-হত্যা মামলার ৯৭ শতাংশেরই বিচার হয় না। এই বিচারহীনতার রেওয়াজ এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সৃষ্ট ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ঘরে-বাইরে নারী নিত্যদিন বহুমুখী নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, পোশাকশিল্পে শতকরা ৬০ ভাগই নারী শ্রমিক। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গার্মেন্টস রপ্তানিকারক দেশ। আর বাংলাদেশে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০১৩ সালে অনেক আন্দোলন-সংগ্রামের পর তাদের ন্যূনতম বেতন বেড়ে হয়েছিল ৫ হাজার ৩০০ টাকা। এই ৪ বছরে বাড়িভাড়া বেড়েছে, দ্রব্যমূল্য বেড়েছে কিন্তু বেতন তো বাড়েনি! এই রাষ্ট্র এই সমাজ নারীদের ন্যূনতম যে মানবিক অধিকার তাই দেয় না; সম-অধিকার তো আরও দূরের কথা!

বক্তারা বলেন, পুঁজিবাদ মানুষের অসহায়ত্ব, মানুষের আবেগ-অনুভূতি-মূল্যবোধ, নারীর মর্যাদা, নারীর শ্রম-সৌন্দর্য সকল কিছু নিয়েই ব্যবসা করছে। তাই নারীকে একই সাথে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে এবং এই পুঁজিবাদী বৈষম্যমূলক সমাজ ভাঙার লড়াইয়ে শামিল হতে হবে। সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে যুক্ত মনে করে। নেতৃবৃন্দ নারী দিবসের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে নারীর মানবিক মর্যাদা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বেগবান করার জন্য সর্বস্তরের নারী সমাজ তথা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের প্রতি আহ্বান জানান। সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়।